দৈনিক ইনকিলাব
2 1 DEC 1991
তারিখ 21 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্ম শিক্ষক

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে গড়ে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী মুসলমান অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে আকায়েদ, ইবাদত, আখলাক, কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শ অনুসরণ প্রভৃতি বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদিগকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যাবে, অনেক বিদ্যালয়েই ইসলাম ধর্ম পড়াবার শিক্ষক নেই। সেসব স্কুলে সকল শিক্ষকই একই সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দু; কোন মুসলমান শিক্ষক সেখানে নেই। মুসলমান শিক্ষক না থাকায় মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যবই থাকা সত্ত্বেও তা শিক্ষার কোন সুযোগ পাচ্ছে না।

সম্প্রতি সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যকৃত আরেকটি বিষয় হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে ধর্ম শিক্ষকের সংখ্যা পার্থক্য। মনে হয়, সম্প্রদায় হিসাবে শিক্ষায় সচেতনতা ও অগ্রসরতার কারণে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ শিক্ষকতাকে একটি আদর্শ পেশা হিসাবে গণ্য করে। অনেক উপজেলায় সে পেশায় শতকরা ৬০/৭০ জন প্রবেশ করেছেন। অপরপক্ষে তুলনামূলকভাবে মুসলমানগণ শিক্ষায় কম সচেতনতা ও অনগ্রসরতার কারণেই বোধ হয় শিক্ষকতাকে আগ্রহ ভরে গ্রহণ করছেন না। ফলে, প্রাথমিক শিক্ষায়তনে তুলনামূলক অনুপাতে তাদের সংখ্যাল্পতা ঘটছে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েও প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ স্কুলেই ইসলাম ধর্ম পড়াবার কোন শিক্ষক নেই। কোন কোন সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উল্টো চিত্রও দেখা যায়। অর্থাৎ কোন কোনটিতে হিন্দু ধর্ম পড়াবার শিক্ষকও নেই। ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ, পোস্টিং ও বদলি করার সময় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষক সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নিয়োগের ও রেজিস্ট্রেশনদানের সময় প্রত্যেক স্কুলে যাতে অন্তত একজন ইসলাম ধর্ম পড়াবার শিক্ষক বাধ্যতামূলকভাবে রাখা হয় তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকা দরকার।

—সিরাজ হক

54